নুতনরূপে কণ্ঠরাজের আবির্ভাব

কর্ণফুলী রিপোর্ট

সিডনী'র ব্যাপক আলোচিত ও সর্বনন্দিত বাংলা অনুষ্ঠান সঞ্চালক ও পরিচলাক কণ্ঠরাজ সালেহ ইবনে রসুল গেল হপ্তায় নুতনরূপে আর্বিভুত হয়েছেন। তিল ঠাঁই হীন হলের শত শত বিদগ্ধ দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে অভিনয় করে তিনি চমকে দিয়েছেন সকলকে। সিডনীতে তিনি এবারই প্রথমবারের মতো কোন মঞ্চে অভিনয় করলেন। দীর্ঘ দেড় দশক বাংলাদেশ রেডিও সহ অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন কমিউনিটি-রেডিওতে তিনি কণ্ঠ দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেছেন। এছাড়াও সিডনী'র বিভিন্ন কমিউনিটি স্টেজ-শো গুলোতে সাবলীল উচ্চারণ ও সংকোচহীন বাক্যে উপস্থাপনা ও পরিচালনা করে তিনি সকলের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। গুরু-গম্ভীর অথচ তার শ্রুতিমধুর কণ্ঠ সকলের শ্রবন স্মৃতিতে সহজে দাগ কাটে। যার ফলে তিনি এখন সিডনীতে এক নামে 'কণ্ঠরাজ' হিসেবে সুপরিচিত। তিনি বর্তমানে 'বাংলাদেশ রেডিও সিডনী' (এফ. এম ১০০.৯) নামে একটি অতি জনপ্রিয় কমিউনিটি রেডিও প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার ভরদুপুর ১২টা থেকে টানা ২ ঘন্টার এ অনুষ্ঠানটি সিডনীতে প্রচারিত হয়ে থাকে।

কণ্ঠরাজ নাটক বা অভিনয় করতে পারেন, এ বিষয়টি গত শনিবার অবদি সকলের কাছে ছিল অজানা। চমকে দিলেন তিনি, প্রমান করলেন আবেগ ও অভিব্যাক্তি শুধু কণ্ঠে নয়, অভিনয় করে দেহবয়াবের মাধ্যমেও তা নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা যায়। নাটকে 'সর্দার ধনঞ্জয়' এর চরিত্রে তিনি তা প্রমান করলেন। একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিলেন তিনি অভিনিত চরিত্রের সাথে। ধাঁধাঁর কুজ্ঝটিকায় নিক্ষিপ্ত করেছেন তার পরিচিত আপনজনদেরও। কেউ আন্দাজ করতে পারেনি সেদিন 'ধনঞ্জয়' এর রূপসজ্জার আড়ালে যে ব্যক্তিটি ছিল তিনি স্বয়ং কণ্ঠরাজ সালেহ ইবনে রসুল। তার অভিনয় সেদিন সকলের মনে দাগ কেটেছে, 'জয়তু কণ্ঠরাজ' বলে অতিউৎসাহে চিৎকার করে উঠলেন সেরাতে কয়েকজন নাট্যপ্রেমী ও গুনমুগ্ধ দর্শক। নাটকটি সার্বিকভাবে সফল ও স্মৃতিতে অমোচনীয় করেছেন আরো কয়েকজন গুনী ও তুখোড় অভিনেতা/অভিনেত্রি। যথাক্রমে ইন্দ্রনীল ব্যনার্জী (ক্রীতদাস রুদ্ররূপ), প্রত্যয় বোস (কুমার উদিত সিং), রিপন (ময়ুরবাহন), অদীতি (দুলারী) এবং নইরীতা (চপলা)। সকলের প্রানবন্ত অভিনয় সেদিন নাট্য আঙিনাকে করেছিল মন্ত্রমুগ্ধ ও মোহনীয়।

বিশেষ ভঙ্গিতে কণ্ঠরাজ সালেহ ইবনে রসুল

গত শনিবার (২২/০৭/২০০৬) পশ্চিম বঙ্গের সংগঠন ব্যাঙ্গলী এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস (বি.এন.এস.ডাব্লিউ) এর উদ্যেগে নাট্য সপ্তাহের প্রথম দিবস উদযাপন হয়ে গেল। সে সন্ধ্যায় স্ট্র্যাথফীল্ড (সিডনী'র একটি আবাসিক এলাকা) গার্লস হাই স্কুলের সুবৃহৎ অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ হলো বাংলা নাটক 'সাবাস পেটো পাঁচু'। নাটকটি সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন ভারতীয় ইটিভি (বাংলা) চ্যানেলের 'স্বামী বিবেকানন্দ' সিরিয়ালের 'বাবুরাম'

চরিত্রের অভিনেতা তরুণ প্রতিভা শ্রী রাহুল গাঙ্গুলী। তিনি নাটকটিতে পেটো পাঁচু ও মহারাজ শংকর সিং হিসেবে দ্বৈত অভিনয় করে নিজের শিল্প দক্ষতাকে পুনরায় প্রমান করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে নাটকটির মূল কাহিনী মহানায়ক উত্তমকুমার অভিনিত 'ঝিন্দের বন্দী' ছায়াছবি অবলম্বনে রচিত। পুরো নাটকটির মুখ্য সমন্বয়কারী ও বি.এন.এস. ডব্লিউ এর সাথে যৌথভাবে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন শ্রীমতি মধুপর্না সেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সিডনীতে এবারই প্রথম কোন বাংলা নাটক স্বল্প প্রচারনা সত্বেও অত্যন্ত সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। সিডনী'র জনপ্রীয় টিভি চ্যানেল 'বাংলার মুখ' এর পরিচালক মোশাররফ হোসেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেরাতের পুরো নাটকটি তার ক্যামেরায় ধারন করে নিয়েছেন। জানা গেছে সেদিন যারা নাটকটি দেখতে পারেননি তাদের অনেকেই এখন জনাব মোশাররফ হোসেন ও উক্ত সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে নাটকটির ভিডিও সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করছেন।

এমন একটি সোনালী সন্ধ্যা ও একটি রাত বার বার ফিরে আসুক। ক্ষনিকের জন্যে হলেও ধুধু হাহাকার এ প্রবাস সাগরে জেগে উঠুক পলি বিধৌত একখন্ড বঙ্গভুমি সকল বঙ্গসন্তানের মনের গভীরে। এ কামনায় তৃপ্তির হাসিতে সেরাতে ঘরে ফিরেছিল অনুষ্ঠানের সকল দর্শকেরা।

কর্ণফুলী রিপোর্ট